৩.৬ ম্যাকিয়াভেলি এবং ক্ষমতার রাজনীতি
Machiavelli and his concept of Power Politics

মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাকে সযত্নে পরিহার করে এবং প্রচলিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে পঞ্চদশ শতকের ইটালীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি যে রাষ্ট্রদর্শনের সাহায্যে রাষ্ট্রচিন্তার জগতে নবযুগের সূচনা করেছিলেন, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ক্ষমতা (Power)। কীভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায় এবং কীভাবে এই ক্ষমতাকে কায়েম রাখা যায়—এই ছিল ম্যাকিয়াভেলির *The Prince* গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। আলোচ্য গ্রন্থের শুরুতেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের প্রধান পরিচয় তার শক্তি, যে-শক্তির মাধ্যমে জনগণের ওপর শাসন ও আধিপত্য বজায় রাখা যায়। এজন্যই অনেকে ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রতত্ত্বকে **'ক্ষমতাতত্ত্ব'** বা **'ক্ষমতার রাজনীতি'** বলে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের উপায়, অর্জিত ক্ষমতাকে সুরক্ষিত করার পদ্ধতি এবং ক্ষমতা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট নীতি—এই হল ম্যাকিয়াভেলির ক্ষমতাতত্ত্বের তিনটি প্রধান উপাদান।

প্রথমত, ম্যাকিয়াভেলির ক্ষমতাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, রাষ্ট্রক্ষমতার যাথার্থ্য ও স্বাভাবিকতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা এবং এই কারণে এই **ক্ষমতার বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কোনো যুক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি।** প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণের বহু আগে ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক উন্নতি ঘটানোর যুক্তিতে রাষ্ট্রশক্তির বৈধতাদানের চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে তার শাসনের বৈধতাদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি অতীতের এইসব ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের পরিচয় তার ক্ষমতায়, তাই রাষ্ট্রকে স্বীকার করার অর্থই হল তার ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়া। এজন্যই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রশ্নটিকে তিনি সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন।

দ্বিতীয়ত, ম্যাকিয়াভেলির ক্ষমতাতত্ত্বে **আইনের তুলনায় বলপ্রয়োগ বা পাশবিকতা অধিক গুরুত্ব** পেয়েছে। তিনি মনে করেন, পাশবিকতার মূল্যে যদি রাষ্ট্রের শক্তি ও স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে পাশবিক নীতি গ্রহণ করাই বিধেয়। রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে যদি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে হয়, তবে তা নিন্দনীয় নয়। তবে এক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তিনি বলেছেন, দুর্নীতি দমনে বা বিশেষ বিশেষ সংকট মোচনে পাশবিক বলপ্রয়োগ বা স্বেচ্ছাচারতন্ত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ওষুধ হিসেবে কাজ করতে পারে, কিন্তু তাকে বিষ হিসেবেই গণ্য করা উচিত এবং সেই কারণে তাকে ব্যবহার করতে হবে অতি সতর্কতার সঙ্গে ("Despotic violence is a powerful political medicine, needeed in corrupt state and for special contingencies in all states, but still a **poison** which must be used with the greatest caution.")। সম্ভবত, এই কারণেই ম্যাকিয়াভেলি তাঁর *Discourses* গ্রন্থে আইনানুসারে নিয়ন্ত্রিত শাসনের গুণাবলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : সরকারের

বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ হওয়া দরকার ; সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ হওয়া উচিত ; শাসককে আত্মসংযমী হতে হবে এবং সরকারের নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত হওয়া দরকার।

তৃতীয়ত, ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সমাজ জীবনের এমন একটি বিশেষ উপাদান হিসেব গণ্য করেছেন যার সঙ্গে **নৈতিকতা, ধর্ম প্রভৃতি ভিন্ন জাতের উপাদানের মিশ্রণ ঘটানো মোটেই কাম্য নয়।** জনসাধারণের সঙ্গে রাজা কেমন আচরণ করবেন তা কোনো নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না, নির্ধারিত হবে রাষ্ট্রশক্তির সুরক্ষার প্রয়োজনে। রাজার মূল উদ্দেশ্য হল আধিপত্য বজায় রাখা এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি যে-কোনো পাপাচারে লিপ্ত হতে পারেন। নৈতিক বিচারে মন্দ কাজ ও নিষ্ঠুর আচরণ যদি শাসনব্যবস্থায় স্থায়িত্ব ও উন্নতি নিয়ে আসে, তাহলে রাজার পক্ষে সেই মন্দ ও অমানবিক কার্য প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকাই শ্রেয়। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের জন্য সাফল্যই একমাত্র নীতি, তা সে যত নীতিহীন পক্ষেই আসুক না কেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজাকে একই সঙ্গে **সিংহের মতো ভয়াবহ ও পরাক্রমশালী হতে এবং ধূর্ত শৃগালের মতো ছলে-বলে-কৌশলে কার্য সম্পাদন করার পরামর্শ দিয়েছেন।** অপরের আস্থাভাজন থাকা রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে প্রশংসনীয়, তথাপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য নীতিহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ভণ্ডামি কখনো-কখনো একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। সাফল্যলাভ করলে সেই উপায়ই প্রশংসনীয় হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ম্যাকিয়াভেলির ক্ষমতাতত্ত্বে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার স্থান নৈতিক মূল্যবোধের অনেক ওপরে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ম্যাকিয়াভেলির মতে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈতিকতার কোনো মূল্য না থাকলেও, ব্যক্তিজীবনে নৈতিক মূল্যবোধ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, ক্ষমতার রাজনীতিতে **ধর্মের** ভূমিকা প্রসঙ্গে ম্যাকিয়াভেলির বক্তব্য হল, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই। তাঁর কাছে রাজনীতি এক ভিন্ন জগতের ব্যাপার। ত্যাগ, নম্রতা, বিনয়, আত্মসমর্পণ, অপার্থিবতা প্রভৃতি ধর্মীয় জগৎ থেকে উৎসারিত গুণাবলি ক্ষমতার রাজনীতিতে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এবং ক্ষতিকর। লোকায়ত জীবনের ঊর্ধ্বে পরলোকের অস্তিত্বকে ম্যাকিয়াভেলি কখনোই স্বীকার করেন নি এবং সেই কারণে রাষ্ট্রীয় আইনের ঊর্ধ্বে কোনো ঐশ্বরিক আইনের অস্তিত্ব তাঁর কাছে অকল্পনীয়। বস্তুতপক্ষে ম্যাকিয়াভেলি ধর্মীয় জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনকে স্বতন্ত্র করলেন তাই নয়, রাষ্ট্রকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন ধর্মের ঊর্ধ্বে। নবজাগরণের ঝরনাধারায় সিক্ত ম্যাকিয়াভেলির কাছে সাফল্যের চাবিকাঠি ধর্মপ্রবণতা বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মধ্যে নিহিত নেই। তাঁর রূপকল্পে আদর্শ মানুষের যে চিত্র উদ্ভাসিত, সে কিছুতেই ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে নতজানু হয়ে মানবিক সত্তা বিসর্জন দিতে রাজি নয়। তাঁর আদর্শ মানুষ সাফল্যের জন্য ঈশ্বর বা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলের ওপর।

এইভাবে ম্যাকিয়াভেলি একদিকে গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তার নৈতিক ঐতিহ্যকে বর্জন করে এবং অন্যদিকে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে পরিহার করে রাজনীতিকে **ধর্মনিরপেক্ষ এবং নৈতিকতানিরপেক্ষ** প্রকৃতিসম্পন্ন করে গড়ে তুললেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক কার্যপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং ধর্মাধর্মবোধের কোনো সম্পর্ক নেই।

পঞ্চমত, ম্যাকিয়াভেলির মতে, রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতাই হল শ্রেষ্ঠ ও অন্তিম লক্ষ্য এবং এই ক্ষমতার ব্যবহার জন্মায় ক্ষমতা থেকেই। তাঁর মতে, রাজার প্রাথমিক কাজ হল রাজ্যশাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলা। তাঁর মতে অধিকাংশ প্রজাই খুব সাধারণ স্তরের—তারা লোভী, কাপুরুষ, অকৃতজ্ঞ, অস্থিরচিত্ত এবং মিথ্যাচারী। এরূপ প্রকৃতির প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় হল তাদের ওপর বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন। এই প্রসঙ্গে রাজার প্রতি ম্যাকিয়াভেলির পরামর্শ হল, অকারণে সহৃদয় বা দয়ালু না হতে। এ ছাড়া অস্থিরচিত্ততা, চপলতা, নারীসুলভ বিনম্রতা, হীনমন্যতা প্রভৃতি ত্যাগ করে রাজাকে কঠোর ও নির্দয় হতে হবে। রাজার প্রতি জনসাধারণের ভালবাসা রাজার কর্তৃত্বের এবং রাষ্ট্রজীবনের স্থিরতার কোনো রক্ষাকবচ হতে পারে না। রাজার আধিপত্য এবং রাষ্ট্রজীবনে সুস্থিতি সুনিশ্চিত হয় তখনই যখন প্রজারা রাজাকে ভয়ের চোখে দেখে।

মূল্যায়ন ঃ ম্যাকিয়াভেলির ক্ষমতাতত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত নেই। তাঁর মতবাদকে অনেকেই নীতিহীনতা, ধূর্ততা, কপটতা এবং নির্লজ্জতার নগ্ন প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ম্যাকিয়াভেলি রাজনৈতিক জীবন থেকে সমস্ত প্রকার শালীনতা, শোভনতা ও সৌকুমার্য্য বিসর্জন দিয়ে রাজনীতিকে নামিয়ে এনেছেন পাশবিক ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার অন্ধকারময় জগতে। **জে. আর. হেল** (J. R. Hale) তাঁর 'The Political Ideas' প্রবন্ধে লিখেছেন, ম্যাকিয়াভেলির মৃত্যুর অল্পকাল পর থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তিনি 'মানুষ' ম্যাকিয়াভেলি থেকে 'শয়তান' ম্যাকিয়াভেলিতে রূপান্তরিত হয়েছেন ("Within a generation from his death Machiavelli the man was turned into Machiavelli the bogy.")। নিটশের উগ্র জাতীয়তাবাদ, বুর্জোয়াদের শোষণের মনোবৃত্তি, হিটলারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কৌশল বা যুদ্ধবাজদের হিংসা ও উন্মাদনার খেলা সবকিছুর পিছনে সমালোচকেরা ম্যাকিয়াভেলির প্রচ্ছন্ন ছায়া লক্ষ করেন।

অধ্যাপক অমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, ম্যাকিয়াভেলির বিরুদ্ধে এই ধরনের সমালোচনা করার আগে তাঁর সমকালীন সামাজিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। সমসাময়িককালে তাঁর স্বদেশ ইটালি হয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক দিক থেকে পর্যুদস্ত, ছিন্নভিন্ন, বিশৃঙ্খল ও বিপন্ন। তদানীন্তন ইটালির এই দুরবস্থাই ছিল ম্যাকিয়াভেলির ক্ষমতা তত্ত্বে ব্যক্ত ক্রুরতার ঐতিহাসিক পটভূমি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। ম্যাকিয়াভেলির সমসাময়িককালে ইটালিতে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠা সত্ত্বেও অভাব ছিল রাজনৈতিক ঐক্যের। সমগ্র ইটালি কতকগুলি নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও প্রতিযোগিতা ইটালিকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে তুলেছিল। অথচ বুর্জোয়া সমাজের জন্য ওই সময় একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল সমাজে ঐক্য, সংহতি, শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি। একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রই কেবল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণিকে দিতে পারত তাদের প্রয়োজনীয় বিকাশের পরিবেশ। এই প্রয়োজনই ব্যক্ত হয়েছে ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রতত্ত্বে তথা ক্ষমতাতত্ত্বে।

৩.৭ ম্যাকিয়াভেলি এবং রাজনীতির ধর্মনিরপেক্ষীকরণ
Machiavelli and Secularisation of Politics

মধ্যযুগে দীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় আলোকে রাজনীতি আলোচনার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, ম্যাকিয়াভেলি তাকে সযত্নে পরিহার করেন। ম্যাকিয়াভেলির মতে, রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ রাজনীতির নিজস্ব চরিত্রকে ব্যাহত করে এবং নম্রতা, অপার্থিবতা, ত্যাগ, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি ধর্মীয় গুণাবলি রাজনীতির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ও ক্ষতিকর। লোকায়ত জীবনের উর্ধ্বে পরলোকের অস্তিত্বকে ম্যাকিয়াভেলি কখনও স্বীকার করেননি এবং সেই কারণে রাষ্ট্রীয় আইনের উর্ধ্বে কোনো ঐশ্বরিক আইনের অস্তিত্ব তাঁর কাছে অকল্পনীয়। বস্তুতপক্ষে ম্যাকিয়াভেলি ধর্মীয় জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনকে স্বতন্ত্র করে তিনি শুধু ধর্মীয় অনুশাসন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনকে মুক্তি দিলেন তাই নয়, রাষ্ট্রকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন ধর্মের উর্ধ্বে। আধুনিককালে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের (Secular State) কথা বলা হয় তার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ম্যাকিয়াভেলি।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একান্তই বাস্তববাদী। *The Prince* গ্রন্থে ম্যাকিয়াভেলি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, নিছক কল্পনার আকর্ষণ উপেক্ষা করে বাস্তব সত্যের অন্বেষণই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই বাস্তববাদী জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত ম্যাকিয়াভেলির কাছে বাস্তব ঘটনাই একমাত্র আকর্ষণের বস্তু, সমস্ত রকম বিমূর্ত ভাবনাচিন্তা নিতান্তই নিরর্থক। তাই দেখা যায়, ম্যাকিয়াভেলির জীবন দর্শনে ঈশ্বর ও ভাগ্যের ন্যায় অধরা ভাবনা মাধুরীর কোনো স্থান নেই। তিনি জীবন ও জগতের সার্থকতার পিছনে দৈবশক্তির কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে করতেন না। এ ছাড়া তিনি ভাগ্যশক্তিকেও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। ভাগ্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল নারীর মতো, যাকে বশে রাখা যায় কেবলমাত্র পৌরুষের দ্বারা। এইভাবে ভাগ্য ও ঈশ্বরের ওপর নির্ভরতার নীতি বর্জন করে ম্যাকিয়াভেলি তাঁর বাস্তববাদকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতা ও কর্মবাদের মাধ্যমে।

ম্যাকিয়াভেলির জন্মলগ্নে ইটালির ফ্লোরেন্স ছিল নবজাগরণের পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর। বিগত যুগে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ঈশ্বর। ধর্মানুরাগের মানদণ্ডে বিচার করা হত মানুষের যাবতীয়

আচরণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ। এরূপ চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হল নবজাগরণের মানব-কেন্দ্রিক আন্দোলনে। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আবিষ্কারের চেয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আবিষ্কারে মনীষীরা এখন থেকে সচেষ্ট হলেন। এই নবজাগরণের প্রভাবে ঈশ্বর থেকে দৃষ্টি সরে এল মানুষের দিকে। যে মানুষ এতদিন ছিল ঈশ্বরের সেবক, সে নিজেই এখন নিজের আরাধ্য ; নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা।

ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন রাজনৈতিক নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। নব্য চেতনালব্ধ ম্যাকিয়াভেলির কাছে সাফল্যের চাবিকাঠি ধর্মপ্রবণতা, প্রার্থনা বা সুকার্যে নিহিত নেই। সাফল্যই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ, তা সে যে-কোনো উপায়েই অর্জিত হোক না কেন। ম্যাকিয়াভেলির রূপকল্পে আদর্শ মানুষের যে চিত্র উদ্ভাসিত, সে কিছুতেই ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে নতজানু হয়ে মানবিক সত্তা বিসর্জন দিতে আগ্রহী নয়। ম্যাকিয়াভেলি মধ্যযুগের এই ধারণাকে কখনোই স্বীকার করেননি যে ঈশ্বর নির্দিষ্ট এক বিমূর্ত নৈতিক কল্পলোকে মানুষের মহত্তম সত্তার উপলব্ধি ঘটে। তাঁর কাছে যে জীবন মানুষকে যশ, সম্মান ও মর্যাদা এনে দেয়, তাই হল শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতে, ক্ষমতা, যশ ও সম্মান জীবনে স্থায়ী হলেই মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে। দিব্য জীবন মানুষের আদর্শ নয়। তাই মানবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে দৈব অনুশাসনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানেই পূর্বসূরী অ্যাকুইনাসের সঙ্গে ম্যাকিয়াভেলির পার্থক্য।

অ্যাকুইনাসের কাছে মানুষ দু'ধরনের উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়—জাগতিক ও পারলৌকিক। তাই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন দু'রকম আইনের—পার্থিব উন্নতির জন্য প্রয়োজন মানবিক আইন, আর স্বর্গলোকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন দৈব আইন। মধ্যযুগে এই ধারণাকে ভিত্তি করেই দ্বৈত ক্ষমতার তত্ত্ব প্রসার লাভ করেছিল। মধ্যযুগের পরের দিকে অবশ্য মার্সিলিও অফ্ পাড়ুয়ার (১২৭৫-১৩৪৩) লেখায় ধর্মীয় জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের প্রভাব তখনও পরিব্যাপ্ত থাকায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিষয়টি মার্সিলিওর চিন্তায় তখনও অব্যক্ত।

পরবর্তীকালে নবজাগরণের ঝরনাধারায় সিক্ত ম্যাকিয়াভেলির কাছে মানুষের অফুরন্ত কর্মদক্ষতা ও ক্ষমতা লিপ্সাকে প্রশংসনীয় বলে মনে হয়েছে। নতুন বুর্জোয়া সমাজের আত্মবিকাশের প্রয়োজনে তাঁর এই মনোভাব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। যুগের চাহিদাকে পূরণ করার জন্যই ম্যাকিয়াভেলি ধর্মীয় জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনকে মুক্ত করেন। তিনি ধর্মীয় অনুশাসন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনকে শুধু মুক্তিই দিলেন না, রাষ্ট্রকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন ধর্মের উর্ধ্বে। এইভাবে ম্যাকিয়াভেলি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং একইসঙ্গে হয়ে উঠলেন আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে, ম্যাকিয়াভেলির ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, তিনি ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন বা তিনি ধর্মবিরোধী ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ধর্মকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। প্রজাদের বশীভূত রাখার জন্য শাসকের হাতে ধর্মকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার রূপে গণ্য করেছেন।

এ ছাড়া সাধারণ মানুষের ধর্মভীরুতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যেখানে ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান, সেখানে কঠোর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা শাসকের পক্ষে সহজসাধ্য। *"Discourses"* গ্রন্থে তিনি বলেছেন ঃ "স্বদেশে ধর্মীয় ভিত্তিগুলি যাতে রক্ষিত হয়, শাসক ও অন্যান্য প্রধানদের সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। এটা হলে প্রজাদের ধর্মপ্রবণ রাখা সহজ হবে এবং পরিণতিস্বরূপ তারা সুশাসিত এবং সংহত থাকবে।"

ম্যাকিয়াভেলির আরও বিশ্বাস, শুধুমাত্র শাস্তির ভয়ে প্রজাদের বশীভূত রাখা সম্ভবপর নয়। শাসনের ক্ষমতার সঙ্গে যদি প্রজাদের ধর্মভীরুতা যুক্ত হয় তাহলে তাদের আনুগত্য লাভ করা শাসকের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। তবে ধর্মের স্থান কখনোই রাষ্ট্রের উর্ধ্বে নয়। ধর্মের মূল্য তাঁর কাছে ততটুকুই, যতটুকু তা রাষ্ট্রশাসনের পক্ষে অনুকূল। অর্থাৎ ধর্মকে তিনি শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এইভাবে একদিকে গ্রিক দর্শনের নৈতিক ঐতিহ্য এবং অন্যদিকে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করেন।

মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপে বিশেষ করে ইটালিতে যে নবজাগরণের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, তার প্রকৃত প্রকাশ ঘটেছে রাজনৈতিক ক্ষমতাসংক্রান্ত ম্যাকিয়াভেলির অনাধ্যাত্মিক (Secular) বিশ্লেষণে। তার আগে পাডুয়ার মার্সিলিও-র মতো দু'একটি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছাড়া মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদগণ অগাস্টাইন-এর ধর্মীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মীয় বা অধ্যাত্মবাদী (spiritual) ভাবনাচিন্তার বশবর্তী হয়ে রাজনীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ম্যাকিয়াভেলি ওইসব ধর্মীয় আবেদন এবং অধিবিদ্যক ধারণা সযত্নে সরিয়ে রেখে কঠোর বাস্তববাদী রাজনীতির অনুধ্যান করেছেন।

তবে রাজনৈতিক জগতে ধর্মকে পরিহার করার কথা বললেও ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাকিয়াভেলি যে অধার্মিক ছিলেন এমন মনে করার কোনো যথার্থ কারণ নেই। তিনিও যে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো বিপদে বা সংকটে পড়লে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা *The Prince* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে, যেখানে তিনি বলেন যে, "ভাগ্যবিড়ম্বিত ইটালি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে সেই সর্বশক্তিমান পরিত্রাতাকে প্রেরণের জন্য যিনি ইটালিকে তার বর্তমান গ্লানি ও অপমান থেকে উদ্ধার করবেন। আসলে ম্যাকিয়াভেলি ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে যা যা বলেছেন, তা একান্তভাবে সমকালীন ইটালির রাজনৈতিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে। তা ছাড়া পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের পোপতন্ত্রের দুর্বলতা ও নীতিহীনতা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং ক্রমশই চার্চের তুলনায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তিগুলি (Secular forces) প্রবল হয়ে উঠছিল। স্বভাবতই ম্যাকিয়াভেলির মতো একজন প্রখর বাস্তববাদী এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ যুগের দাবিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মার্টিন লুথার বা ক্যালভিন যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, ম্যাকিয়াভেলি অনেকটা সেভাবেই যেন খ্রিস্টীয় পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্য খর্ব করতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এবং তারও পরে সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস যেভাবে ধর্মের পীড়নমূলক দিকগুলিকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, তারই সূত্রপাত ঘটান ম্যাকিয়াভেলি।

অনুশীলনী